সমকাল

তারিখ ... 19 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম

■ ভ্রাম্যমাণ (উত্তরাঞ্চল), আদিতমারী সংবাদদাতা ও ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অর্থে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণের আগেই তাদের দিতে হয়েছে কলেজ উন্নয়ন ফিসহ অন্যান্য পাওনা। প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীরা এ টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষের চাপে বাধ্যতামূলক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দিতে হয়েছে ৭৫৫ টাকা করে। গত সোমবার লালমনিরহাটের আদিতমারী ডিগ্রি কলেজ চত্বরে বিতরণ করা হয় শিক্ষার্থীদের এ উপবৃত্তির টাকা। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গাইবান্ধার ফুলছড়ি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিযোগে জানা গেছে, আদিতমারী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা উত্তোলনের আগেই কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় ২৮ এপ্রিলের আগেই উপবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৭৫৫ টাকা হারে জমা দিতে হবে। অন্যথায় কেউ উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করতে পারবে না। কলেজ কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত মতে বাধ্য হয়ে ২৫৪ উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২৮ এপ্রিলের মধ্যে জমা দেন এ টাকা। কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি কোনো রশিদ।

রশিদ ছাড়াই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার বিষয়ে সোমবার সংবাদকর্মীরা আদিতমারী ডিগ্রি কলেজ ক্যাম্পাসে গেলে কলেজ কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। অবশেষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য কলেজ থেকে দেওয়া হয় রশিদ। যাতে উল্লেখ রয়েছে, কলেজ উন্নয়ন ফি বাবদ ২৫৫ টাকা এবং সেশন ও সেমিনার ফি বাবদ ৫০০ টাকা। এতে করে ২৫৪ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদিতমারী ডিগ্রি কলেজ আদায় করে এক লাখ ৯১ হাজার ৭৭০ টাকা। শিক্ষাবৃত্তির টাকায় কলেজ উন্নয়ন ফি আদায় করায় উপজেলাজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

আদিতমারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আজিজার রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা বৈধ। তিনি জানান, যারা উপবৃত্তির টাকা পায়নি তাদের কাছ থেকে এখন এ টাকা নেওয়া হচ্ছে না, তবে পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় তাদের কাছ থেকে ওই টাকা আদায় করা হবে।

আদিতমারী ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও লালমনিরহাট-২ আসনের সাংসদ নুরুজ্জামান আহমেদ জানান, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার বিষয়টি তার জানা নেই। বিষয়টি দেখবেন বলে জানান তিনি।

ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি জানান, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অর্থায়নে উপবৃত্তির টাকা গাইবান্ধার ফুলছড়ি ডিগ্রি কলেজের স্নাতক পর্যায়ের ১৭৬ শিক্ষার্থীর মাঝে গত সোমবার বিতরণ করা হয়। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ সেশন ফি ও অ্যাপায়ন খরচ বাবদ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে ৮৮ হাজার টাকার উৎকোচ আদায় করেছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা, কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের যোগসাজশে এ কর্মকাণ্ড প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসনীয় এই কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে।

ফুলছড়ি ডিগ্রি কলেজ অধ্যক্ষ মোজহারুল হান্নান, উপাধ্যক্ষ আহসান হাবীব মণ্ডল সজল সেশন ফির ৫০০ টাকা কেটে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুর রব ৫০০ টাকা কর্তন করার কথা স্বীকার করলেও কী কারণে অধ্যক্ষ টাকা কেটে নিচ্ছেন তা তার জানা নেই।